ইডেন গার্লস কলেজের ছাত্রীদের উদ্দেশে ভাষণ দিতেছেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এইচ, এম, এরশাদ

শিক্ষার সম্প্রসারণই সমাজে নারীর ন্যায়সংগত স্থান নিশ্চিত করিতে পারে

—এরশাদ

বাসস জানায়, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এইচ, এম, এরশাদ গতকাল (বৃহস্পতিবার) বলেন যে, নারী সমাজের মধ্যে শিক্ষার সম্প্রসারণ তাহাদিগকে সামাজিক অবমাননা হইতে রক্ষা এবং সমাজে তাহাদের ন্যায় সংগত স্থান নিশ্চিত করিতে পারে।

ইডেন মহিলা কলেজের ছাত্রীদের উদ্দেশে ভাষণদানকালে সি, এম, এল, এ বলেন, ছাত্রীরাই পল্লী অঞ্চলে বসবাসকারী বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মহিলাদের মধ্য হইতে নিরক্ষরতা দূর করিতে পারে। এই সকল অবহেলিত ও বঞ্চিতদের পাশে দাঁড়াইয়া তাহাদের অবশ্যই শিক্ষার আলো দান করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের অবস্থার উন্নতি ঘটাইতে পারে।

তিনি বলেন, ইহা বাঞ্ছনীয় নয় যে, ছাত্রীদের যাহারা শহরে শিক্ষালাভ করিতেছে তাহারা তাহাদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কষ্ট স্বীকারকারী পল্লীর মহিলাদের নিকট হইতে নিজেদেরকে দূরে রাখিবে। লব্ধ সুবিধার কিছুটা সুবিধা ছাত্রীদের অবশ্যই তাহাদের সহিত ভাগ করিয়া লইতে হইবে।

সিএমএলএ বলেন, দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক মহিলারা যখন সার্বিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করিবে, শুধু তখনই অগ্রগতি লাভ করা সম্ভব হইবে। এই লক্ষ্যে বর্তমান সরকার জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য আরও সুযোগ-সুবিধার

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

এরশাদ

(১ম পৃঃ পর)

দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতেছেন।

প্রস্তাবিত শিক্ষা সংস্কার প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ইহা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা হইয়াছে যে, ঔপনিবেশিক শাসকদের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে হইবে। এই পরিবর্তন আমাদের স্বাধীন দেশের আশা-আকাংক্ষা ও চাহিদার উপযোগী হইতে হইবে।

জেনারেল এরশাদ বলেন যে, ছাত্ররা যদি আবেগ বর্জিত ও মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করে তবে দেখিতে পাইবে যে, নূতন প্রস্তাবটি কল্যাণমুখী এবং কার্যকর ও উপযোগী শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে প্রণীত। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে ইহা হতাশা দূর করিবে এবং ছাত্রদের জন্য একটি নির্বিঘ্ন কর্মজীবন নিশ্চিত করিবে। তিনি বলেন যে, নেতিবাচক দৃষ্টিতে না দেখিয়া গঠনমূলক ভঙ্গিতে উহা বিচার্য। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার উপর পুনরায় গুরুত্ব আরোপ করেন।

সিএমএলএ বলেন যে, সুদীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অধিকারী ইডেন মহিলা কলেজকে নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে উন্নীত করা হইবে। তুমুল হর্ষধ্বনি ও করতালির মধ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে, এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হইবে।

তিনি ছাত্রীদের আশ্বাস দেন যে, আরও ২ শত ছাত্রীর স্থান সংকুলান উপযোগী একটি নতুন হোষ্টেল কলেজ প্রাঙ্গণে নির্মাণ করা হইবে, কলেজের প্রশাসনিক ভবনের চতুর্থতলাও নির্মাণ করা হইবে।

জেনারেল এরশাদ ঘোষণা করেন যে, কলেজ ছাত্রীদের শিক্ষা সফরের জন্য ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে। এই টাকা ফিক্সড ডিপোজিটে জমা রাখিয়া উহার আয় বার্ষিক শিক্ষা সফরে ব্যবহার করা যাইবে।

হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ ইডেন কলেজ ছাত্রীদের উদ্দেশে ভাষণদানকালে 'তাদের পাশে থেকে' শীর্ষক স্বরচিত নিম্নোক্ত কবিতাটি পাঠ করেনঃ তোমাদের তনুও/জীবনের কিছুটা সুবিধে আছে।/শহরে চক মিলানো/বাড়ীর বারিন্দায় হাঁটো,/সাজানো দোকানপাট/ঘুরে ঘুরে দেখো,/প্রদর্শনীর ফুলগুলো/সযত্নে সাজিয়ে রাখো। যদি পারো/খোলা আকাশের নীচে/প্রতিদিন যে মানুষগুলো নড়াচড়া করে/একটু দাঁড়াতে,/তাদের পাশে থেকো/হাত ধরে ডেকো,/পথ দেখিয়ে জীবনের দিকে/এগিয়ে নিও, শান্তি পাবে।

পূর্বাহ্নে বেগম এরশাদকে সঙ্গে নিয়া সিএমএলএ সেখানে পৌঁছিলে কলেজের প্রিন্সিপাল, অধ্যাপিকা ও ছাত্রীগণ তাঁহাদের অভ্যর্থনা জানান। ছাত্রীরা লাইনে দাঁড়াইয়া হর্ষধ্বনি করিয়া সিএমএলএ ও বেগম এরশাদকে স্বাগত জানায়। বিএনসিসি তাঁহাকে গার্ড অব অনার প্রদান করে।

বিশেষ অতিথি হিসাবে বেগম এরশাদ কলেজের ১৯৮১ শিক্ষাবর্ষের কৃতী ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। ছাত্রীদের পক্ষ হইতে তাহাকেও উপঢৌকন প্রদান করা হয়। কলেজের প্রিন্সিপাল ডঃ আবেদা হাফিজও অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। কলেজের ছাত্রীরা একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। পরে জেনারেল এরশাদ কলেজ ও হোস্টেল ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখেন।